দৈনিক ইনকিলাব

13 SEP 1986

পৃষ্ঠা 5 — 1

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভবিষ্যৎ কি?

দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবতেদায়ী মাদ্রাসা থেকে প্রকাশের আবেদনসহ প্রত্যহ আমরা বহুসংখ্যক চিঠি পাচ্ছি। এর মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক চিঠি দৈনিক ইনকিলাবের চিঠিপত্র কলামে ছাপা হয়েছে। আরও শত শত চিঠি আমাদের দপ্তরে জমা হয়ে আছে। এসব চিঠির বক্তব্য সামান্য বেশ কম ছাড়া মোটামুটি একই। এবতেদায়ী শিক্ষকদের মূল কথা হল— "আমরা তিন-চার বছর ধরে নিয়মিত মাদ্রাসা চালিয়ে আসছি। অভিভাবকদের প্রচুর আগ্রহ, ছাত্রদের ব্যাপক উপস্থিতি, সমাজের বিপুল চাহিদা— এতদসত্ত্বেও এর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা শঙ্কিত। স্থানীয় লোকদের সংগতির অভাব, বেঁচে থাকার মত, টিকে থাকার মত নামমাত্র বেতনও শিক্ষকগণ পাচ্ছেন না। '৮৩-৮৪ আর্থিক সনে কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে সামান্য পরিমাণ সরকারী অনুদান পাওয়া গেছে। '৮৪-৮৫ আর্থিক সনে মাসিক ২শ' ৫০ টাকা করে মাত্র ৪ মাসের জন্য অনুদানের টাকা ছাড়া হয়েছে বলে শুনতে পাচ্ছি। এক বছরে মাত্র এক হাজার টাকা, তাও হাতে পৌঁছেনি। আমরা কি খেঁয়ে শিক্ষকতা করব? কতদিন এভাবে চলবে? আমাদের সম্পর্কে সরকার কি কোন পদক্ষেপ নেবেন? কবে নেবেন? এসব মাদ্রসার ভবিষ্যৎ কি, আমাদের ভবিষ্যৎ কি? ইত্যাদি।

এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই। তবে আমরা জানি, মাদ্রাসা শিক্ষকদের একমাত্র সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেসীন এসব মাদ্রাসার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা তাদের সে প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

মাত্র ৩-৪ বছরে দেশে চৌদ্দ হাজারের মত এবতেদায়ী মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও দিন দিন এ সংখ্যা বাড়ছে। ব্যাপক সামাজিক চাহিদা ও অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা না থাকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বল্পতম সময়ে এতগুলো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে না। জনসংখ্যা অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকা এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো দিয়ে সেই অভাব পূরণ হওয়াই কেবল এ মাদ্রাসার ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জনের একমাত্র কারণ নয়। এর পেছনে আরও কারণ সক্রিয় রয়েছে।

আমাদের দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৯০ ভাগ মুসলমান। শুধু নামকাওয়াস্তে মুসলমান নয়, বরং দুনিয়ার সব দেশের মানুষের চেয়ে বেশী ধর্মপরায়ণ। তারা চান, তাদের সন্তানরা ভবিষ্যতে যাই হোকনা কেন, মুসলমান হিসেবে চলার জন্য ন্যূনপক্ষে যতটুকু প্রাথমিক ধর্মীয় জ্ঞান থাকা দরকার, কুরআন পঠন শিক্ষাসহ অন্তত ততটুকু শিক্ষা যেন বাল্যকালেই তারা লাভ করতে পারে। দুঃখের হলেও সত্য, এতটুকু প্রাথমিক ইসলামী তালীম আমাদের জাতীয় প্রাইমারী বিদ্যালয়সমূহে প্রদানের ব্যবস্থা নেই। পাঠ্য তালিকায় এ সম্পর্কিত কিছু বই থাকলেও তা পড়াবার মত শিক্ষক অধিকাংশ বিদ্যালয়েই নেই। এ অবস্থায় অভিভাবকগণ মসজিদ সংলগ্ন মক্তবে তাদের সন্তানদের পাঠাতেন। একদিকে মক্তব, অপরদিকে প্রাইমারী স্কুল একটি কচি বাচ্চার পক্ষে ঐভাবে দু'দিকে পড়তে যাওয়া অনেকটা অসুবিধার ব্যাপার। এ অবস্থায় এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হল। দেখা গেল, এই মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে কুরআন পঠন ও প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ইসলামিক জ্ঞান দানের সাথে সাথে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষা, ইংরেজী, অংক ইত্যাদি যা যা জাতীয় প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষা দেয়া হয় তাও সব রয়েছে। আজ নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে এবতেদায়ী মাদ্রাসা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, সাধারণ বিষয়াবলীতেও জাতীয় প্রাইমারী বিদ্যালয়ের চেয়ে এ শিক্ষাধারায় ছাত্রগণ কোন অংশেই কম দক্ষতা অর্জন করে না। কাজেই এ মাদ্রাসাগুলোকে জাতীয় প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সমমর্যাদা এবং এর শিক্ষকগণকে প্রাইমারী শিক্ষকদের সব সুযোগ-সুবিধা দান করা একান্ত আবশ্যক। ক্রমান্বয়ে এ মাদ্রাসাগুলোকে জাতীয়করণ করা প্রয়োজন। অবিলম্বে এ সম্পর্কে সরকারী নীতি ঘোষিত হোক, সকলের সাথে আমাদেরও তাই প্রত্যাশা।